গবেষণা জালিয়াতির তদন্তে নীরবতার অভিযোগ রাবি অধ্যাপকের

রাবি সংবাদদাতা, রাজশাহী

প্রকাশিত: ২০:৩৫, ২৬ মে ২০২৫; আপডেট: ২০:৩৭, ২৬ মে ২০২৫

সংবাদ সম্মেলনে অধ্যাপক মোর্শেদুল ইসলাম

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও ভূমি প্রশাসন বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক মো. সাহাল

উদ্দিনের বিরুদ্ধে গবেষণা প্রবন্ধ জালিয়াতির অভিযোগে তদন্তের কাজ দেরীতে করার অভিযোগ করেছেন তারই এক সহকর্মী।আজ সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ক্যাফেটেরিয়ায় আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে আইন বিভাগের অধ্যাপক মোর্শেদুল ইসলাম এ অভিযোগ করেন।

এর আগে গত বছরের ২৪ নভেম্বর সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে অধ্যাপক সাহাল উদ্দিনের বিরুদ্ধে আটটি গবেষণা প্রকাশনার জালিয়াতির অভিযোগ করেছিলেন অধ্যাপক মোর্শেদুল। আজ এ বিষয়ে তিনি প্লেজারিজম চেক সংক্রান্ত প্রমাণপত্র দেখিয়েছেন।

সংবাদ সম্মেলনে অধ্যাপক মোর্শেদুল ইসলাম বলেন, আমি অধ্যাপক মো. সাহাল উদ্দিনের বিরুদ্ধে প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছিলাম। তিনি সহকারী অধ্যাপক থাকাকালে তিনটি গবেষণা প্রকাশনা উপস্থাপন করেন, যার মধ্যে দুটি প্রকাশনাতেই জালিয়াতির প্রমাণ রয়েছে। একটি প্রকাশনায় ৫৬% এবং অপরটিতে ৮৫% জালিয়াতির প্রমাণ পাওয়া গেছে—যা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী গবেষণার গুণমান ও সততার পরিপন্থি।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, অধ্যাপক পদে পদোন্নতির সময় তিনি ছয়টি গবেষণা প্রকাশ করেন, যার প্রতিটিতেই জালিয়াতি রয়েছে। এসব প্রকাশনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্লেজিয়ারিজম চেকিংয়ের পেইড সফটওয়্যারে বারবার যাচাই করে জালিয়াতির প্রমাণ পাওয়ার পর বিষয়টি ১৪ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে লিখিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তা আমলে না নিয়ে উল্টো অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বিভাগের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ দেয়।

সংবাদ সম্মেলনে অধ্যাপক মোর্শেদুল ইসলাম আরও বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থান হাজার হাজার ছাত্র-জনতার রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এ স্বাধীন দেশে এই ধরনের কার্যক্রম চলমান থাকলে তাদের রক্তের সঙ্গে বেইমানি করা হবে। জালিয়াতির বিষয়কে ভিসি স্যার নমিনাল কেজ বলেছেন। প্রকাশনা জালিয়াতি যদি তুচ্ছ বিষয় হয় তাহলে কেন প্রতিটা বিভাগে প্রথম বর্ষ থেকেই গবেষণা করানো হয়?আমি আমার নৈতিকতার জায়গা থেকে এই প্রতিবাদ করছি।

নয় বছরের আমানের বিশ্বরেকর্ড | News | Sports | Janakantha

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ্ হাসান নকীব বলেন, যে কমিটি গঠন করা হয়েছে সেই কমিটি এখনো কাজ করছে। খুব দ্রুতই তদন্ত প্রতিবেদন জমা হবে। আর নমিনাল কেজের বিষয়টি অসত্য। এ রকম কথা তিনি বলেননি।